'যাদের বিচার হওয়া দরকার, তারা এখন প্রশাসনে'

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

০৫ নভেম্বর, ২০২৪ ২১:১৬

শেয়ার

অ +

অ -

সমাবেশে বক্তব্য দেন অধ্যাপক রায়হান রাইন। ছবি : কালের কণ্ঠ

২০১৯ সালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর আন্দোলনে হামলাকারীদের বিচারের দাবিতে সংহতি সমাবেশ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন চত্বরে 'দুর্নীতির

বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে সমাবেশটি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মনে করিয়ে দেওয়া হয়, ২০১৯ সালের উপাচার্য অধ্যাপক ফারাজানা ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলনরতদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা হলেও তার বিচার হয়নি। সমাবেশ চলাকালে বিচারহীনতার সংস্কৃতি রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

দর্শন বিভাগের অধ্যাপক রায়হান রাইন ওই সময় আন্দোলনের মুখপাত্র ছিলেন। সমাবেশে তিনি বলেন, 'ফ্যাসিস্টরা সত্যকে গায়েব করতে চায়। ক্ষমতা দিয়ে সত্যকে গায়েব করাই ফ্যাসিজম।'

২০১৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো রকম পরিকল্পনা ছাড়াই অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের নাম দিয়ে ১ হাজার ৪৪৫ কোটি টাকা আনা হয় বলে জানান এই অধ্যাপক।

তিনি বলেন, অংশীজনদের আলোচনা ছাড়াই কাজটি করা হয়। আমরা এই অপরিকল্পিত প্রকল্পের কাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলি। আমাদের দাবি ছিল মাস্টারপ্ল্যান অনুয়ায়ী প্রকল্পের কাজ করতে হবে।'

ওই সময় অভিযোগ ওঠে, উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ছাত্রলীগকে দুই কোটি টাকা ঈদ সালামি দিয়েছেন উপাচার্য।

এরপর আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। আন্দোলনকারীরা উপাচার্যের অপসারণ চান। এসব ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী পদত্যাগে বাধ্য হন।

রায়হান রাইন বলেন, '২০১৯ সালে আন্দোলন চলাকালে ফ্যাসিস্ট সরকারের পেটুয়া বাহিনী দিয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালানো হয়। অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের শুরু থেকেই আমরা দাবি জানিয়ে এলেও এখনো পর্যন্ত সুষ্ঠু মাস্টারপ্ল্যান পরিমার্জন বা প্রণয়ন করা হয়নি।

,

তিনি দাবি তুলে বলেন, 'উন্নয়ন প্রকল্পের বাকি কাজগুলো যদি করতে হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করে মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী যেন করা হয়। আজকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে অংশীদজনদের একটি সভা ছিল,

কিন্তু সেই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অংশীজনকে ডাকা হয়নি। ২০১৯ সালে যারা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলায় জড়িত ছিল তাদের বিচার এখনো কার্যকর করা হয়নি।'

তিনি বলেন, 'হামলায় যেসব শিক্ষক-শিক্ষার্থী আহত হয়েছিলেন তারা এখনো সেই ট্রমা থেকে বের হয়ে আসতে পারেননি। হামলাকারীদের বিচার হওয়া অত্যান্ত জরুরি। কারণ আমরা এই ক্ষত নিয়ে থাকতে চাই না। হামলায় যেসব শিক্ষার্থী জড়িত ছিলেন তাদের সনদ বাতিল করতে হবে এবং তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। একই সঙ্গে হামলায় যেসব শিক্ষক জড়িত ছিলেন তাদেরও শাস্তির আওতায় আনতে হবে। ভবিষ্যতে মাস্টারপ্ল্যানের বাইরে কোনো স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না।'

তিনি এও বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের যেসব ধারণাপত্র দেওয়া হচ্ছে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মতাদর্শের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্য হয়ে সংস্কারের কাজগুলো করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে সঠিক পথেই হাঁটতে হবে।'

তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'আমরা সব অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করে কাজ করার জন্য বললেও বাস্তবিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একপেশি হয়ে কাজ করছে। তারা নির্দিষ্ট কিছু মতাদর্শের শিক্ষার্থী নিয়েই কাজ করছে।'

এ সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের প্রকাশ্যে আসার বিষয়ে তিনি বলেন, 'গণ-অভ্যুত্থানের পর এই প্রশাসনের মাধ্যমেই ক্যাম্পাসে ধর্মীয় গোষ্ঠীর উত্থান হয়েছে। ধর্মীয় ফ্যাসিবাদের উত্থানকে আমাদের ঠেকাতে হবে। কারণ একসময় একটি খুনের ঘটনার পর থেকে তারা নিষিদ্ধ ছিল। ছাত্রলীগ যে কাজগুলো করে নিষিদ্ধ হয়েছিল ঠিক একই রকম একটি কাজ করে তারা নিষিদ্ধ হয়েছিল। ২২টি সংগঠন তাদের নিষিদ্ধ করেছিল। খুনের ব্যাপারটা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তারা কিভাবে রাজনীতি করতে পারে এই বিষয়টি শিক্ষার্থী ও প্রশাসকে দেখতে হবে।'

২০১৯ সালের ফারজানাবিরোধী আন্দোলনে সম্মুখ সারিতে ছিলেন পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জামালউদ্দিন রুনু। সমাবেশে তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব আন্দোলন হয় সেগুলো কিভাবে দমানো হয় তার একটা ন্যক্কারজনক অধ্যায় ছিল ২০১৯ সালের ৫ নভেম্বর। তৎকালীন প্রশাসনে যারা ছিলেন তথা আরো কিছু শিক্ষক, ছাত্রসংগঠন যারা দাপিয়ে বেড়িয়েছে তাদের মাধ্যমে আমরা নিপীড়নের শিকার হয়েছিলাম।'

তিনি বলেন, 'ওই সময় আমরা শিক্ষক এবং ছাত্ররা মিলে যে কজন আন্দোলন করেছিলাম তারা ভয়ানক একটা পরিস্থিতির শিকার হওয়ার পরও যে দাবিতে আমরা আন্দোলন করছিলাম সেটা ছিল প্রাণপ্রিয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ-প্রকৃতিকে সামনে রেখে শিক্ষার পরিবেশকে সুন্দর করার জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়েনের দাবি। আজকে বিচারের দাবিতে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এরকম বিচারের দাবিতে আমরা আগেও দাঁড়িয়েছি। কিন্তু আমরা খুব আশ্চর্য হই, যাদের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি তারা পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা সুন্দর ও মুক্ত পরিবেশে সবার চাওয়ার মধ্য দিয়ে প্রশাসনে এসেছেন।'

তিনি আরো বলেন, 'গত ৫ আগস্ট ছিল বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন। ছাত্রদের নেতৃত্বে আপামর জনগণ নেমে রক্ত দিয়েছিল। সে রক্তের বিনিময়ে জাহাঙ্গীরনগর, তথা বাংলাদেশে আমরা একটি পরিবর্তনশীল একটা পরিস্থিতি পাব, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। কিন্তু আমরা তিনটা ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত জায়গায় যেতে পারছি না।'

এসময় ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি রাকিবুল রনি বলেন, '২০১৯ সালে যখন দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন হয়েছিল, সেই আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন বর্তমান উপাচার্য। স্যার যখন উপাচার্য হন তখন আর ঊনিশের আন্দোলনের হামলার বিচারের দাবিতে সংহতি সমাবেশ করতে হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ আমাদের, সেটিই করতে হচ্ছে। ঊনিশের আন্দোলনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের হামলার অন্যতম একজন মদদদাতা ছিলেন বর্তমান উপ-উপাচার্য সোহেল আহমেদ। শুধু তাই নয়, শেখ মুজিবের গ্রাফিতি মুছে ধর্ষণবিরোধী গ্রাফিতি যখন আঁকা হয়, এর দায়ে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদককে বহিষ্কার করার জন্য ছাত্রলীগের অছাত্র এক নেতা অনশন করে। সেই অনশনকে সংহতি জানান এই সোহেল আহমেদ। আজকে আমরা দেখতে পারছি, তার সাথে আমাদের উপাচার্য স্যারকে টেবিল শেয়ার করতে হচ্ছে। এটাও আমাদের জন্য দুঃখজনক।'

তিনি বলেন, 'দ্বিতীয় প্রশাসনিক ভবন পূর্ণাঙ্গ করলে তৃতীয় প্রশাসনিক ভবন প্রয়োজন নেই; এটা আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি। বর্তমান উপাচার্যও একই দাবি করেছেন আমাদের সাথে। কিন্তু আজকে শুনলাম এই কামরুল স্যারের প্রশাসন তৃতীয় রেজিস্ট্রার ভবনের জায়গা খুঁজছে। খুবই দুঃখকজন, যিনি আমাদের সাথে পাঁচ বছর স্লোগান ধরলেন, আজকে দেখছি তিনিই পূর্বের প্রশাসনের মতো একই পথে হাঁটছেন। গণ-অভ্যুত্থানের প্রোডাক্ট যিনি নিজেকে দাবি করেন, সেই উপাচার্য স্যারকে ইনক্লুসিভ হতে হবে।'

রাকিবুল রনি বলেন, 'আমরা উপাচার্য স্যারের ওপর আস্থা রাখতে চাই, সেই আস্থার জায়গা থেকে বলছি দ্রুত মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করুন। ২০১৯ সালের যারা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করল, সেই হামলাকারীদের বিচার নিশ্চিত করুন।'